তারিখ ... 16 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সংখ্যা

ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দুর্নীতির আখড়াটি ভেঙে ফেলতে হবে

ফল প্রকাশের পর পরীক্ষার খাতা রি-এক্সামিন তথা পুনর্মূল্যায়ন করার রেওয়াজ আছে শিক্ষায়তনগুলোতে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এই রেওয়াজের ওপর টেক্কা দিয়ে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়েছে সম্প্রতি। ২০০৫ সালের মাস্টার্সের ফল প্রকাশের আগেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক ছাত্র তার পরীক্ষার খাতা রি-এক্সামিন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে আবেদন জানিয়েছে। একটি বিভাগ ও তার শিক্ষকদের প্রতি কী পরিমাণ আস্থাহীনতায় ভুগলে একজন ছাত্র ফল প্রকাশের আগেই পরীক্ষার খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জানাতে পারে সেটা বলাই বাহুল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে কতটা অনিয়মের জঞ্জাল জমলে, কী পরিমাণ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি শিক্ষকদের চরিত্রকে আগ্রাসন করলে একজন ছাত্র তার পরীক্ষার ফল বিষয়ে এতটা আতঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে সেটা অনুধাবন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দরকার হয় না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হলো, ছাত্রটি নিশ্চয়ই কোন শিক্ষক কিংবা অন্য কোন সূত্রে তার পরীক্ষার নম্বর জানতে পেরেছে। তা না হলে পুনর্মূল্যায়নের আবেদনটি সে করতেই পারত না। যে বা যারাই ছাত্রটিকে এই খবর দিক না কেন, সেটা যে কত বড় অনৈতিক কাজ তা সবাই অনুধাবন করে। আমরা সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও ছাত্র সবাইকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসার দাবি জানাচ্ছি কর্তৃপক্ষের কাছে। শনিবার ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একাডেমিক কমিটিতে এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল যেমন হয়েছে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা এ-ও বলাবলি করেছে, পৃথিবীতে সম্ভবত এই প্রথম ফল প্রকাশের আগেই খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন জানাল কোন ছাত্র। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৫ সালের এমএসএস পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং বিশেষ কিছু ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার অনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং কিছু শিক্ষকের মধ্যকার এই সংক্রান্ত স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিগত দলাদলির কারণে গত ৭ মাসেও পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হতে পারেনি বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের যে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং সেই সঙ্গে বিভাগের প্রশাসনিক যে অদক্ষতা আমাদের সামনে উন্মুক্ত হলো সেটা শুধু দুঃখজনকই নয়, হতাশাব্যঞ্জকও বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেটা কি না প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, তার একটি বিভাগে যদি দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এমনকি এলাকাপ্রীতির মাধ্যমে ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী পাইয়ে দেয়ার প্রতিযোগিতা চলে তাহলে সেটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ানো আমাদের শিক্ষা খাতটির চেহারাকেই ফুটিয়ে তোলে। এর আগেও ঢাবির এই বিভাগটির অপকর্ম ও দুর্নীতির বহু ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে ৫২টি ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার দুর্নীতির কথা সবাই অবগত রয়েছেন। এবার আরেকটি দুর্নীতির ঘটনা ঘটল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যে অবস্থা চলছে, সেটা চলতে দেয়া যায় না। অবিলম্বে একটি শক্ত প্রশাসনিক উদ্যোগ নিয়ে প্রকৃত দোষী শিক্ষকদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। শনিবার বিভাগের একাডেমিক সভায় দ্রুত ফল প্রকাশের এবং সেই সঙ্গে ফল প্রকাশের বিলম্বের কারণ উদঘাটন করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার যে দাবি জানানো হয়েছে আমরা তাকেও সমর্থন জানাচ্ছি। ঢাবি কর্তৃপক্ষকে আমরা এ-ও মনে করিয়ে দিতে চাই অন্যান্য বিভাগে আরও অনেক পরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়ে গেছে। এত কিছুর পরও শনিবার একাডেমিক সভায় দ্রুত ফল প্রকাশের বিরোধিতা করে দু'একজন শিক্ষক অন্যদের তোপের মুখে পড়েন। এই শিক্ষকদের সাহসের জোর ও খুঁটির জোর কোথায় সেটাও খুঁজে বের করা দরকার। এখানে আরও কিছু কথা বাকি আছে। চিহ্নিত ছাত্র আবু সাঈদসহ আরও ৩/৪ শিক্ষার্থীও নাকি ১১৫ জনের নকল সই দিয়ে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করেছে। সেটাও ঠিক কি না কর্তৃপক্ষকে তাও বের করার জন্য বলব আমরা।

এদিকে ফল ঘোষণার আগে তথ্য ফাঁসের ব্যাপারে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরীক্ষা কমিটিকে দ্রুত ফল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে একাডেমিক কমিটি। এই দ্রুতটা যেন দ্রুতই হয় সেটা আমরা দেখতে চাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগটি যে একটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই আখড়াটিকে ভেঙে ফেলতে হবে। এটা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্বার্থেই নয়, এটা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আমাদের সমগ্র জাতীয় শিক্ষার স্বার্থেই অবিলম্বে করতে হবে।